১৮ মার্চ ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"নগরের স্বল্প আয়ের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে"-অন্তর্ভূক্তিমূলক নগর বির্নিমাণঃ বাসস্থান ও জীবনধারণের অধিকার সুরক্ষা'- শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা

আজ ১৮ মার্চ, ২০১৭ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে বক্তারা বলেন নগরবাসী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গৃহায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন, সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ (পিপিপি) গ্রহণ, এবং অর্ন্তভূক্তিমূলক নগর গঠনের আহবান জানান।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, "দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তাদের আবাসন সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভাষাণটেক প্রকল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর বিনির্মাণে আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংবিধান স্বীকৃত জীবন ও জীবিকা অর্জন ও বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।"

স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ মোবাশ্বের হোসেন বলেন, "সরকার যদি খাস জমি সরকারীমূল্যে বস্তিবাসীদের আবাসন ব্যবস্থা করার জন্য প্রদান করে তাহলে খুব সহজেই বস্তিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখেই আবাসন সমস্যা সমাধান সম্ভব। অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার মতো আরও নগর তৈরী করতে হবে। সরকারের প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।"

জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালাকে স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনে বক্তারা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ প্রদান করেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে তাদেরকে নগরবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহন করা; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও জীবনধারণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন, বিকল্প আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, নগর দরিদ্রদের আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সকল অভীষ্ট লক্ষ্যকে বিবেচনা করে নগরবাসীদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর তৈরীর ক্ষেত্রে যাতায়াত, সরকারী সেবা, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নেয়া; পূর্বের বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করে নতুনভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; দরিদ্রদের জন্য ভূমি বরাদ্দ প্রক্রিয়া সহজ করা; প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের নীতিমালা সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করা; জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন ও নগর উন্নয়ন নীতিমলিা অনুমোদন করা; শুধুমাত্র ধনীদের জন্য ফ্ল্যাট অথবা প্লট বরাদ্দ না দিয়ে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দের ব্যাবস্থা করা; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন বিষয়ে সরকারের যে নীতি ও দর্শন রয়েছে তা পুনর্বিবেচনা করা; আবাসনের জন্য অর্থায়নের যে নীতিমালা রয়েছে তা সংস্কার করা প্রয়োজন বলে সুপারিশ তুলে ধরেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বক্তরা আইন ও নীতিমালা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।
জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এডভোকেট আবু ওবায়েদ বলেন, "বস্তিবাসীদের পূর্নবাসনের ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা, জোরপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং উচ্ছেদের আগে ও পরে কি কি করণীয় সে বিষয়ে আইন থাকা প্রয়োজন।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. ফেরদৌস জাহান ভারতের মুম্বাইয়ের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে বলেন আমাদের দেশের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের তা অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, "বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের অংশগ্রহণ ছাড়া সঠিক ও কার্যকর পুনর্বাসন সম্ভব নয়।"

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম তার উপস্থাপনায় বলেন, "এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাদ দেবার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বস্তিবাসী শ্রমিক জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শুধুমাত্র আবাসন নয় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, শিক্ষা বা পরিবহনের মত জনসেবা সকলের বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।"

দ্বিতীয় অধিবেশনে স্থপতি সালমা এ শফি প্রচলিত আইন ও নীতি নগর দরিদ্রদের জীবনের কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা ব্যাখ্য করে তিনি বলেন, "নগরের প্রায় ৬০% জমি এখনো অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠছে। সরকারী প্রকল্পে যদি ৪০% স্বল্প আয়ের লোকের জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হয় তাহলে তাদের আবাসন সমস্যা সমাধান অনেকাংশে দূর হবে। এখানে সরকারের সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। নগর দরিদ্রদের জন্য জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারের নগরায়ন ও গৃহায়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধান সম্ভব।"

স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব বলেন, "ঢাকা শহরে অজস্র ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে কিন্তু এ প্রকল্পগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উদ্যোগ নেই। সিটি কর্পোরেশনের বস্তি উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ খাত থাকলেও তাদের কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। শহরের ৬০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অদৃশ্য ভাবলে নগর উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

আরবানের সমন্বয়কারী কামালউদ্দীন, যার উদ্যোগে ইতিমধ্যে স্বপ্ন আয়ের মানুষদেও জন্য আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, তিনি বলেন, "দরিদ্র জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনীতির চাকা। দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

তৃতীয় অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ নগর দরিদ্রদের আবাসন সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করেন।

নগর দরিদ্র ও বস্তিবাসী উন্নয় সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আক্তার বলেন, "নতুন কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করলে অবশ্যই তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। স্বাধীনতার পর এই ৪৬ বছরে যদি ১% দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভাবা হত তাহলে ৪০% মানুষ গরীব থাকত না। আমরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারকে ১২০০ একর জমি বের করে দেখিয়েছি যা পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা যেত। কিন্তু তা পরবর্তীতে অন্যরা দখল করেছে। অর্থনীতিতে দরিদ্র মানুষদের অনেক অবদান আছে। তাই যেকোন পরিকল্পনায় তাদের বিষয়ে ভাবতে হবে ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।"

গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. স্বপন আদনান বলেন, " বর্তমার ক্ষমতার কাঠামো বিশ্লেষণ করে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিকল্প আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত হয়।"

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান বলেন, "পুনর্বাসনের জন্য আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশনা না মানেন তাহলে বারংবার আদালতের আদেশ অমান্য করার জন্য আদালত অবমাননার আবেদন করা যায়।"

সর্বশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ তথ্য কমিশন-এর কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার বলেন, "আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একটি জাটল প্রক্রিয়া। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও নগর দরিদ্রদের জন্য কোন আবাসন প্রকল্প নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর এ বিষয়ে সকল ধরণের তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করবে।

কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস কর্মসূচির ক্রিস্টিন ফরেসটার বলেন, "নগর দরিদ্রদের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করেই গ্রহণ করতে হবে তাহলে তা টেকসই হবে।"

রাজউক-এর প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মো: সিরাজুল ইসলাম বলেন, " পূর্বাচল প্রকল্পে ১১০ একর জায়গা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য শিল্প এলাকাতেই আবাসন ব্যবস্থা করা গেলে সমস্যা সমাধান সম্ভব। প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে ঢাকার কাছের এলাকাগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে ঢাকার উপর চাপ কমানো যায়।"

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর সভাপতি ড. কামাল হোসেন এই সম্মেলনের প্রথম পর্বের সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের সভাপতিত্ব করেন নগর পরিকল্পনাবিদ ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর সহসভাপতি স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। এই সম্মেলনে স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

পটভূমি:

১৬ মার্চ ২০১৭ কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় হাজার খানেক ঘরবাড়ী পুড়ে যায়, বহুলোক আহত হয় এবং হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন। তাছাড়া তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদও ধ্বংস হয়ে গেছে। গত এক বছরে শুধুমাত্র কড়াইল বস্তিতেই এই নিয়ে তিন বার অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটল। কে বা কারা এই অগ্নিকান্ড ঘটাচ্ছে বা এই অগ্নিকান্ডের মুল কারণ কী তা অজানাই রয়ে যাচ্ছে এবং বস্তিবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসস্থান ও জীবন ধারণের অধিকার লংঘিত হচ্ছে। অথচ তাদের বাসস্থান ও জীবন ধারণের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

নিরাপদ বাসস্থান প্রত্যেক মানুষের আশ্রয়, নিরাপত্তা, সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করে এবং একই সঙ্গে তা একজন মানুষের জীবিকা অর্জনের শক্ত ভিত তৈরী করে। আমাদের রাষ্ট্রের দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ঢাকাতে বর্তমানে ২৮% -এর অধিক লোক বস্তিবাসী। বস্তিতে বসবাসকারী গার্মেন্টস শ্রমিক, গৃহকর্মী, রিকশাচালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মীগণ নগরজীবনে এবং অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের পরও তারা আজ আশ্রয়হীনতার হুমকিতে এবং তাদের নিজেদের অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদও হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে। যদিও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগর দরিদ্রদের বাসস্থানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তাছাড়া উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কোনরকম পুনর্বাসন বা বিকল্প ব্যবস্থা না করে হঠাৎ করে বস্তিউচ্ছেদ করা হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

মাহবুবা আক্তার
উপ পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন)
মোবাইল: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd